Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মাদ রাশেদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুহাম্মাদ রাশেদ

রোলঃ 216010278

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মাদ রাশেদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুহাম্মাদ রাশেদ

রোলঃ 216010278

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুহাম্মাদ রাশেদ, আইডিঃ 216010278 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মুহাম্মাদ রাশেদ

আইডিঃ 216010278

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচীপত্র

ভূমিকা....5

রোজা কি?....6

আমরা কেন রোজা রাখবো?....7

রোজা রাখলে আমাদের কি লাভ হবে আর না রাখলে কি ক্ষতি হবে?....8

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো:....11

সালাফদের বাণী....22

রোযার আদবসমূহ....30

মাহে রমাদানে আমরা কি কি কাজ করব না?....31

কীভাবে রমযান কাটাবেন??....33

রমজানের প্রস্তুতি : মুমিনের পথ ও পাথেয়....34

রমজানের প্রস্তুতি....42

ভূমিকা

রমযান রোজার মাস। কুরআন নাযিলের মাস। খায়ের ও বরকতের মাস। তাকওয়া অর্জনের মাস। আমলে অগ্রগামী হওয়ার মাস। নেকী হাছিলের মাস। তারাবী, তাহাজ্জুদ ও কুরআন তিলাওয়াতের মাস। ইতিকাফের মাস। শবে কদরের মাস। গুনাহ তরক করার মাস। ক্ষমা লাভের মাস। প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরার মাস। সংযম সাধনার মাস। ভ্রাতৃত্ব চর্চার মাস। ক্ষমা, উদারতা ও সহানুভূতির মাস।

মাহে রমযান বছরের বাকি এগার মাস অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল ও বরকতপূর্ণ মাস। এ মাসের বিশেষত্ব অনেক।

১. এ মাসেই মানুষ ও জিন জাতির মুক্তির সনদ কুরআন মজীদ একত্রে লাওহে মাহফূয থেকে প্রথম আসমানে বাইতুল ইযযতে অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সর্বপ্রথম এ মাসেই ওহী অবতীর্ণ হয়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِيۡۤ اُنۡزِلَ فِيۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰى وَالۡفُرۡقَانِ ۚ

'রমযান মাসই হল সে মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। -সূরা বাকারা ১৮৫

২. এ মাসে রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে এসেছে- 'রমযান মাস শুরু হলেই রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।' -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৭৯/২

৩. অন্য এক হাদীসে এ মাসের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, 'রমযান মাসের শুভাগমন উপলক্ষে জান্নাতের দরজাসমুহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৭৯/১

৪. এ মাস জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভের মাস। সুতরাং বেশি বেশি ইবাদত ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মুক্তির পরওয়ানা লাভ করার এটিই সুবর্ণ সুযোগ। হাদীস শরীফে

এসেছে- 'আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।' -মুসনাদে আহমদ হাদীস ২১৬৯৮

৫. ব্যবসায়ী মহলের একটি বিশেষ মৌসুম থাকে যখন তাদের ব্যবসা হয় খুব জমজমাট ও লাভজনক। সে মৌসুমে বৎসরের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আয় হয়। আখেরাতের ব্যবসায়ীদের জন্য আখেরাতের সওদা করার উত্তম মৌসুম হল এই রমযান মাস। কেননা এ মাসে প্রতিটি আমলের অনেক গুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'রমযানের ওমরা হজ্জ সমতুল্য।' -জামে তিরমিযী, হাদীস ৯৩৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৯৮৬

রোজা কি?

রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোজা একটি ফারসী শব্দ। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা।

- রোযার ইতিবৃত্ত

হজরত আদম আ. এর যুগ থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ স. পর্যন্ত সকল নবীর উম্মতের উপরই রোজা ফরজ ছিল। [রুহুল মাআনী ২/৫৬]

অবশ্য পূর্বের যুগে রোযার ধরন ভিন্ন ছিল। রোজা রাখার পদ্ধতি ভিন্নতা ছাড়াও ফরজ রোযার সংখ্যা বিভিন্ন রকম ছিল। প্রাথমিক ভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর আশুরার রোজা ফরজ ছিল। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরার ফরজ রোজার হুকুম রহিত হয়ে যায়। [মাআরিফুস সুনান ৫/৩২৩]

উল্লেখ্য রোজা ফরজ হয় হিজরতের ২য় বছর, ১০ শাবানে। রাসুল স. মোট ৯টি রমজান পেয়েছিলেন।

আমরা কেন রোজা রাখবো?

সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে

তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

রোজা রাখলে আমাদের কি লাভ হবে আর না রাখলে কি ক্ষতি হবে?

কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

রমযান মাস রহমত, বরকত, মাগফিরাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের মাস। তাই এ মাস পেয়েও যে ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ মাফ করাতে পারল না তার জন্য স্বয়ং জিবরাঈল আ. বদদুআ করেছেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়েও আমীন বলে সমর্থন জানিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَقَى الْمِنْبَرَ فَقَالَ :آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، قِيلَ لَهُ :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ :قَالَ لِي جِبْرِيلُ :رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنّةَ، قُلْتُ :آمِينَ .ثُمّ قَالَ :رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ :آمِينَ .ثُمّ قَالَ :رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ :آمِينَ.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে আমীন, আমীন, আমীন বললেন। তাঁকে বলা হল, হে রাসূল! আপনি তো এরূপ করতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমাকে বললেন, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে পেয়েও (তাদের খেদমত করে) জান্নাতে

প্রবেশ করতে পারল না। তখন আমি বললাম, আমীন। অতপর তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না। আমি বললাম, আমীন। জিবরাঈল আবার বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার নিকট আমার নাম আলোচিত হল অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ল না। আমি বললাম, আমীন। -আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৬৪৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯০৮

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।

সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে

অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে রমযানের হক আদায় করার তওফীক দান করুন এবং নবীজীর অভিসম্পাৎ থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার

ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযার ছওয়াব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন-

إِنّ الصّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

নিশ্চয় রোযা আমার জন্য, আর এর প্রতিদান স্বয়ং আমিই দিব। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১/১৬৫

এ ছওয়াবের পরিমাণ যে কত তা একমাত্র তিনিই জানেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش،

رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع ،(5095) وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون . وقال المنذري في الترغيب : ،(1478) إسناده حسن، ان شاء الله.

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ... فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم،

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، ،(5093) وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال :من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى

فى المجمع (11935) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق، فلم يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

৫. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به .

وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له .

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح .

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

৭. রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه .

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ’র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

৮. রোযা গুনাহের কাফফারা

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের

কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

৯. রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে দুর্গন্ধ দ্বারা ঐ গন্ধকেই বুঝানো হয়েছে, যা পানাহার বর্জনের কারণে পেটের ভিতর থেকে উত্থিত হয়। দাঁত ও মুখ অপরিষ্কার রাখার কারণে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তাই রোযাদার ব্যক্তি অবশ্যই তার দাঁত ও মুখ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকবে।

১০. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه، وفى رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৬

১১. রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله !أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৯

১২. রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩

১৩. মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম মাস

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার কসম! মুসলমানদের জন্য রমযানের চেয়ে উত্তম কোনো মাস আসেনি এবং মুনাফিকদের জন্য রমযান মাসের চেয়ে অধিক ক্ষতির মাসও আর আসেনি। কেননা মুমিনগণ এ মাসে (গোটা বছরের জন্য) ইবাদতের শক্তি ও পাথেয় সংগ্রহ করে। আর মুনাফিকরা তাতে মানুষের উদাসীনতা ও দোষত্রুটি অন্বেষণ করে। এ মাস মুমিনের জন্য গনীমত আর মুনাফিকের জন্য ক্ষতির কারণ।-মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ৮৩৬৮

১৪. লাইলাতুল কদরের মাস

আল্লাহ রাববুল আলামীনের পক্ষ হতে মুসলিম উম্মাহর জন্য আরেকটি বিশেষ দান হল এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাআলা এ রাত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, লাইলাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিব্রীল আ.) তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক কল্যাণময় বস্তু নিয়ে পৃথিবীতে অবতরন করেন। যে রাত পুরোটাই শান্তি, যা ফযর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। [সূরা কদর : ৩-৫]

এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, রমযান মাসের আগমন ঘটলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের নিকট এই মাস সমাগত হয়েছে,

তাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যান থেকে বঞ্চিত হল, সে প্রকৃতপক্ষে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। একমাত্র (সর্বহারা) দুর্ভাগাই এ রাতের কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৬৪৪

রমযান হল খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটাই কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে রমযান ও রোযার ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রোযার ব্যাপারে যেসমস্ত ফযীলত, বরকত ও পুরস্কারের ওয়াদা রয়েছে, তা পেতে হলে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য তথা আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য্য, তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জন করতে হলে শুধু পানাহার ও স্ত্রীসম্ভোগ ত্যাগ করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, এগুলো হচ্ছে রোযার দেহ-কাঠামো। আর তার রূহ হল তার আদবসমূহ। তাই রোযার আদবসমূহের ব্যাপারে যত্নবান না হলে রোযার উপরোক্ত ফযীলত ও বরকতসমূহ অর্জিত হবে না।

[আল কাউসার সহ আরো কিছু ওয়েবসাইট থেকে বেশ কিছু লেখা নেওয়া হয়েছে।]

সালাফদের বাণী

- “যখন তুমি সাওম রাখো - তোমার কান ও চোখেরও সাওম রাখা উচিত। তোমার জিহ্বার মিথ্যা থেকে বিরত থাকার দ্বারা সাওম রাখা উচিত। তোমার অনুগতদের ক্ষতি করো না। সাওম রাখার দিনকে সাওমবিহীন দিনের মত করে ফেলো না।” - সুলায়মান ইবন মুসা রাহিমাহুল্লাহ [তারিখুদ দামিশক, ২২/৩৮৯]

- ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আল্লাহর কসম! কবরবাসীদের যদি বলা হতো, “তোমরা কি চাও?” তবে তারা রমাদানের একটি দিন চাইতো!” [আত তাবসিরাহ, ২/৮৫]

- যখন রমাদানের আগমন হতো, তখন ইমাম আয যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলতেনঃ "কুরআন তিলাওয়াত বাড়িয়ে দেওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানোর জন্য এটি অবশ্যই এক বরকতময় মাস ।" [লাতিফ আল-মা’রিফ ১/১৮৩]

- উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘শুধু খানাপিনা ত্যাগ করার নাম সিয়াম নয়।

-

সিয়াম হলো মিথ্যা, বাতিল ও অনর্থক যাবতীয় কথা, কাজ পরিত্যাগ করা।’

- মাইমুন ইবনু মিহরান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সিয়ামের সর্বনিম্ন পর্যায় হলো খানাপিনা ত্যাগ করা।’

- হাফসা বিনতু সিরিন (রাহিমাহাল্লাহ) বলেন, সিয়াম হলো ঢাল, যতক্ষণ না রোযাদার ব্যাক্তি তাতে ছিদ্র করে ফেলে।
  আর সেই ছিদ্র হলো, গিবত।' [ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা : ৪/৩০৮]

- যদি তুমি রাতে কিয়ামুল লাইল আর দিনে সিয়াম রাখতে সক্ষম না হও, তবে জেনে রাখো - নিঃসন্দেহে তোমার গুনাহ তোমায় শিকল বেঁধে রেখেছে বলেই তুমি বঞ্চিত! - ইমাম ফুযাইল বিন ইয়ায রহ [সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ ৭/৪০১]

- ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি গীবত এবং মিথ্যাচরণ থেকে নিজেকে *রক্ষা* করেছে, তার রোজা নিরাপদ হয়ে গেছে।"
  [মুসান্নাফ ইবনে শায়বাহ, ৮৯৮১, উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহ আল বুখারী]

- ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির رحمه الله বলেন, সর্বোত্তম ভাইবন্ধু তো তারা, যারা তাদের সঙ্গীসাথীকে বলে, "আসো, আমাদের মৃত্যু আসার পূর্বেই আমরা সিয়াম সাধনায় লেগে যাই", আর সবচেয়ে খারাপ ভাইবন্ধু তো তারাই, যারা তাদের সঙ্গীসাথীকে বলে, "আসো,পানাহার করো, একদিন তো মরেই যাবো।"
  হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩/৭১; আবি নু'য়াইম আল-আসফাহানী رحمه الله

- রমাদানে মুমিনগণ জমায়েত হয় অন্তরের দুইটি মুজাহাদার জন্যঃ
  ১) দিনে সিয়াম পালন,
-
  ২) রাতে কিয়ামুল লাইলে দন্ডায়মান হওয়া।
  [লাতায়েফুল মাআরেফ, ৩১৮]

- ইমাম গাজালি রাহ. 'ইহইয়া' গ্রন্থে লেখেন,

'হে মিসকিন, যখন তুমি রোজা রাখবে তখন লক্ষ রেখো, কার নিকট ইফতার করছ আর ইফতারে কী খাবার খাচ্ছ। কারণ, কখনো বান্দা এক লুকমা খাবার খায় আর এতেই তার অন্তর পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনকি পরেও তা আর সেই অবস্থায় ফেরে না। সব গুনাহই অন্তরের কাঠিন্য সৃষ্টি করে এবং রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) থেকে ফিরিয়ে রাখে। এক্ষেত্রে সবিশেষ প্রভাব ফেলে হারাম খাদ্য গ্রহণ। হালাল লুকমা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং তা কল্যাণের দিকে পরিচালিত করতে এতটাই প্রভাব রাখে, যা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা হয় না।...

'কত খাবার এমন রয়েছে, যা রাতের কিয়াম থেকে ফিরিয়ে রাখে। কত নজর (দৃষ্টিপাত) এমন রয়েছে, যা সুরা পড়া থেকে বঞ্চিত করে। বান্দা কখনো এমন কিছু খায় বা এমন কিছু করে, যার কারণে এক বছর পর্যন্ত রাতের কিয়াম থেকে বঞ্চিত থাকে। যেমনিভাবে সালাত অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বারণ করে, একইভাবে অশ্লীল গুনাহসমূহও সালাত এবং অন্যান্য কল্যাণকর আমল থেকে বান্দাকে ফিরিয়ে রাখে।'

- ইমাম ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “সিয়াম সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকেঃ-

  ১) সাধারণ রোজা।

  ২) বিশেষ রোজা।

  ৩) বিশেষের বিশেষ রোজা অর্থাৎ অতি বিশেষ রোজা।

  সাধারণ রোজা এ রোজা হচ্ছে ফযর থেকে মাগরিব পর্যন্ত শুধুমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকা। আর নিজের বিশেষ অঙ্গকে তার কামনা বাসনা মিটানো

থেকে এই সময়ে দমিয়ে রাখা।

বিশেষ রোজা এ রোজা হচ্ছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের মাধ্যেম পালনকৃত রোজা।

- চোখকে অশ্লীল জিনিস দেখা থেকে হিফাজাত করা।

- ঠোঁটে সে জিনিস উচ্চারণ থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহ্ ﷻ নিষেধ করেছেন।

- হাত এবং পা'কে এমন কাজ থেকে বিরত রাখা যেখানে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের ﷺ অসন্তুষ্টি রয়েছে।

- কানকে গিবত-পরচর্চা সহ যাবতীয় অনর্থক জিনিস শোনা থেকে বিরত রাখা।

- সর্বোপরি শরীরের সমস্ত অঙ্গকে সব ধরনের পাপ থেকে বিরত রাখা।

অতি বিশেষ রোজা এটা হচ্ছে অন্তরের রোজা। অর্থাৎ অন্তরের সাথে এ সিয়ামের সম্পর্ক।

- এ রোজা হচ্ছে নিজেকে একেবারে আল্লাহর ﷻ কাছে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করা।

- নিজের ভিতরের এবং বাহিরের যাবতীয় অশ্লীলতা সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দেওয়া।

- আল্লাহ্ ﷻ যা কিছু অপছন্দ করেন তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহর সাথে সৎ হওয়া।

- অন্তরে আল্লাহ্ ﷻ ভিন্ন অন্য সব কিছুর প্রতি ভালোবাসা ত্যাগ করার মত অবস্থা তৈরি করা।"

- ইমাম গাযালী (রহ.) বলেছেন, রোযার তিনটি স্তর আছে।

১) সাধারণ রোযাঃ পেট ও লজ্জাস্থানকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিরত রাখা।

২) বিশেষ রোযাঃ দৃষ্টি, জিহ্বা, হাত, পা, শ্রবণশক্তি এবং অন্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে দূরে রাখা।

৩) অতি বিশেষ রোযাঃ খারাপ ইচ্ছে এবং আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়—এমন চিন্তা-ভাবনা থেকে মনকে পবিত্র রাখা। মনকে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যান্য চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ খালি রাখা।

- "রমাদানের বিদায়ে মুমিনের চোখ শুকনো থাকে কিভাবে? সে কি জানে রমাদানকে সে আর পাবে কি না?"
  - ইবনু রজব আল-হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ

- ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ.বলেন,
  "একজন সালাফকে ঈদের দিন বিমর্ষ দেখা গেলো। যখন তাকে বলা হলো, এটা আনন্দ ও খুশির দিন! তিনি বললেন -তুমি সত্যই বলেছো। তবে আমি একজন গোলাম। মনিব যাকে আদেশ করেছিলেন তার জন্য কাজ করতে। আমি জানি না তা গৃহীত হবে না হবে না!" [লাতাইফুল মায়ারিফঃ১৬৭]

- "সুতরাং এই দুই দিন (১ শাওয়াল ও ১০ জিলহজ) যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তার জন্য এই হচ্ছে ইদের দিন।
  আর এই দিন দুটোতে যে মুক্তি পায়নি, তার জন্য এই যে অ-ঈদের (কান্না ও বিলাপের) দিন।" - ইমাম ইবনু রাজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ [লাতায়িফুল মাআরিফ: ২৩৭-২৩৮]

- বিশর আল হাফি-কে বলা হয়েছিল, "এমন লোক আছে যারা রমাদানে আল্লাহর ইবাদত করে এবং আমল করার জন্য চেষ্টা করে, অতঃপর যখন রমাদান চলে যায় তখন তারা তা পরিত্যাগ করে।

তিনি বলেন, কত নিকৃষ্ট লোক তারা - যারা রমাদান ছাড়া আল্লাহকে চিনে না!”

(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار[২/২৮৩] :

- "ওহে, যারা বরকতময় রমাদান মাসটি উত্তমরূপে পার করেছো এবং পূর্ণও করেছো;
  শাওয়াল মাসে এসে তার চেয়ে উত্তম কিছু করতে না পারলেও ঐখান থেকে সরে এসো না।"
  - ইমাম ইবনুল যাওজী রাহিমাহুল্লাহ[আত-তাবসিরাহ, ২/১১৪]

- বিশর আল হাফী [রাহ.] কে বলা হল: "একদল লোক রমাদ্বানে খুব পরিশ্রম করে ইবাদাত করে। শুনে তিনি বললেন, রমাদ্বান ব্যতীত আল্লাহর হক বোঝে না, এতো এক নিকৃষ্ট জাতি। নেককাররা তো সারা বছরই আল্লাহর ইবাদাতে পরিশ্রান্ত হয়।"

- ইমাম শিবলীকে [রাহ.] জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন মাসটা উত্তম - রজব নাকি শা'বান? তিনি বলেছিলেন: রব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হও শা'বানী (কেবল শা'বান মাসওয়ালা) হইও না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদাই ইবাদাত করতেন। [ইমাম ইবন রজব হাম্বলী (রাহ.), লাফাইফুল মা'আরিফ, পৃ: ২২২, দারু ইবন হাযম, ২০০৪ ঈ.]

- "যখন তুমি সাওম রাখো - তোমার কান ও চোখেরও সাওম রাখা উচিত। তোমার জিহ্বার মিথ্যা থেকে বিরত থাকার দ্বারা সাওম রাখা উচিত। তোমার অনুগতদের ক্ষতি করো না। সাওম রাখার দিনকে সাওমবিহীন দিনের মত

করে ফেলো না।"

- সুলায়মান ইবন মুসা রাহিমাহুল্লাহ [তারিখুদ দামিশক, ২২/৩৮৯]

- মু'লাব আল ফযল রহ. বলেন, "তাঁরা রমযানের পূর্বের ছয় মাস দোয়া করতেন আল্লাহ্ যেন তাঁদেরকে রমযানে পৌঁছার তাওফিক দেন। আর রমযানে উপনীত হবার পর থেকে ছয়মাস এ দোয়া করতেন যেন আল্লাহ্ এই বিদায়ী রমযানকে তাঁর জন্য কবুল করে নেন।"

- ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির বলেন, "তাঁরা (সালাফরা) দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ! রমজান পর্যন্ত আমাকে নিরাপদ রাখো, হে আল্লাহ! রমজানকে আমার জন্য নিরাপদ রাখো। আমার পক্ষ থেকে রমজান (-এর আমলসমূহ)-কে কবুল করো।"

  [লাতাইফ আল মাআরিফ, পৃঃ ২৮০]

- কোন কোন সালাফ বলতেন ,

اللهم سلمنى لرمضان وسلم رمضان لى وتسلمه منى متقبلا

" হে আল্লাহ আমাকে রমাদ্বান পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেন, রমাদ্বানকে আমার পর্যন্ত

পৌঁছিয়ে দেন এবং আমার কাছ থেকে তা কবুল করুন । "

- আনাস ইবনু মালিক রাহ. বলেছেন, মুসলিমরা শাবান মাস আসলেই কুরআনের প্রতি অত্যধিক ঝুঁকে পড়ত এবং তা পাঠ করত। তাদের সম্পদের যাকাত আলাদা করে নিত, যেন রমাদানের রোজা রাখার ক্ষেত্রে গরিব-

মিসকিনদের সহায়তা করা যায়।

[লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহঃ ১৫৮]

- উমার ইবন কায়েস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “সুসংবাদ তার জন্যে, যে রমাদানের পূর্বেই নিজেকে সংশোধন করেছে।” [লাতায়িফুল মা'আরিফ, ১৩৮]

- হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. বলেন,“আল্লাহ পাককে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, যেভাবে সংখ্যা ও পরিমাণে বিশ রাকাত পূর্ণ করেন সেভাবে মান তথা তাদিলে আরাকান ও ধীর-স্থিরতায় পূর্ণাঙ্গতা আনার চেষ্টা করুন।”

- "সাওম পালন করার সময় মিথ্যা ও হারাম কাজ থেকে তোমার কান, চোখ, ও জিহবাকে বিরত রাখো। কাজের লোকদের কষ্ট দেবে না। সাওমের দিনগুলোতে অবশ্যই ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে থাকবে। সাওমের দিনগুলোকে সাওম না-রাখার দিনগুলোর মতো বানিয়ে ফেলো না।" [কিতাবুয যুহদ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মোবারক রহিমাহুল্লাহ]

- “ সবচেয়ে উত্তম রোজাদার হলেন, যিনি রোজা রেখে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকির করেন।” - ইমাম ইবনুল কায়্যিমিল জাওযিয়াহ [আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব, পৃষ্ঠাঃ ১০৪]

- ' অধিকাংশ মানুষের সাওম ত্রুটিপূর্ণ। সাদাকাহ সেগুলো মিটিয়ে ফেলতে সাহায্য করে।'

  - ইমাম ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ [লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা: ২৩২]

রোযার আদবসমূহ

১) দৃষ্টিকে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে হেফাযত করা। যেমন বেগানা মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে, টিভি-সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকা।

২) জবানের হেফাযত। অর্থাৎ মিথ্যা, গীবত-পরনিন্দা, অশ্লীল কথাবার্তা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যাচারিতা ও মন্দ কাজ করা পরিত্যাগ করেনি তার পানাহার পরিত্যাগের কোনোই গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই। আল্লাহ তাআলা তার পানাহার ত্যাগ করার কোনোই পরোয়া করেন না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৩

অন্য এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

রোযা অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন কোনো অশ্লীল কিংবা মন্দ কথা না বলে। যেন কোনো প্রকার শোরগোল, হট্টগোলে লিপ্ত না হয়। যদি অন্য কেউ তাকে গালিগালাজ করে কিংবা মারধোর করে তবে সে যেন তদ্রূপ আচরণ বা গালির প্রতিউত্তরে গালি না দিয়ে শুধু এতটুকু জানিয়ে দেয় যে, আমি রোযাদার। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৪

এতে প্রতীয়মান হয় যে, রোযা অবস্থায় মারধর ঝগড়াঝাটি তো দূরের কথা, শোরগোল করাও রোযার আদব পরিপন্থী। অতএব জবানকে এসব থেকে বিরত রেখে সর্বদা যিকির-আযকার ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে তরতাজা রাখবে। অন্তত চুপ থাকলেও রোযার বরকত বিনষ্ট হওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

৩) কানকে সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ থেকে হেফাযত করা। যেমন গানবাদ্য, গীবত, পরনিন্দা ও অশ্লীল কথাবার্তা শোনা থেকে দূরে থাকা।

৪) এছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হাত ও পা ইত্যাদিকে গুনাহ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা।

৫) সাহরী ও ইফতারে হারাম আহার পরিহার করা।

ইমাম গাজ্জালী রাহ. বলেন, যে ব্যক্তি সারাদিন রোযা রেখে হারাম মাল দ্বারা ইফতার করল, সে যেন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করল এবং একটি শহর ধুলিস্যাত করে দিল।

৬) রোযা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার আযমত ও বড়ত্বের কথা এবং তাঁর হুকুম আহকাম বেশি বেশি স্মরণ রাখা। রোযাদারের অন্তরে এ চিন্তা জাগরুক থাকা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা হাযির নাযির আছেন। আমি তাঁর হুকুমে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পানাহার ত্যাগ করেছি। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকতে হবে।

এভাবে এক মাস রোযা রাখা সম্ভব হলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাকওয়া ও সংযমের মহামূল্য সম্পদ দান করবেন, যার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন প্রভূত কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন।

মাহে রমাদানে আমরা কি কি কাজ করব না?

১) মাহে রমযানের মূল্যবান সময়গুলোকে অহেতুক কাজে নষ্ট করব না।

২) রমযানের মুস্তাহাব কিংবা নফল ফযিলতগুলো অর্জন করার জন্য কোনোভাবেই কোন ফরয আমল তরক করব না।

৩) ইফতারের জন্য এমন কোন আয়োজন করব না, যার ফলে ইফতারের আগে দোয়ায় ব্যঘাত ঘটতে পারে কিংবা আয়োজকদের মধ্যে কারো কোন ফরয ছুটে যেতে পারে অথবা আমাদের বোনদের পর্দায় সমস্যা হতে পারে।

৪) বিধর্মী কিংবা বেনামাযী বা হারাম উপার্জনকারীদের ইফতার মাহফিলে অথবা লোক

দেখানো কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আয়োজন করা ইফতার মাহফিলে একদমই আংশগ্রহণ করব না।

৫) ইফতারের আগে অযথা কথা বলে দোয়া কবুলের মূল্যবান সময়টি নষ্ট করব না। সাহরীর আগে পরের সময়গুলোও কোনোভাবেই নষ্ট করব না।

৬) রমযানে কারো সাথে বকাঝকা করা, গালিগালাজ করা, ঝগড়া করা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকব। কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসলেও এড়িয়ে যাব।

৭) টিভি দেখা, গান শোনা, কাউকে ধোঁকা দেওয়া, মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা, এ ধরনের ছোট বড় কোন পাপ কাজ করে আমরা আমাদের রমযানের বরকতগুলোকে নষ্ট করব না।

৮) কখনো কোন কারণে আমল করার মতো মানসিকতা না থাকলে একাকী চুপচাপ সময় কাটাব, তবুও কোন পাপ কাজে কিংবা অহেতুক কথাবার্তা বা খেল-তামাশায় সময় নষ্ট করব না।

৯) আয়োজনমূলক দোয়া মুনাজাতের চেয়ে একান্ত দোয়া মুনাজাতের প্রতি বেশি মনোযোগ দেব। আনুষ্ঠানিকতার পেছনে নিজের মূল্যবান সময়, মেধা ও টাকা কোনোটাই নষ্ট করব না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র মাহে রমযানের হক যথাযথভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

[উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ থেকে নেওয়া]

কীভাবে রমযান কাটাবেন??

১। শারীরিকভাবে পবিত্র থাকুন, অজুসহ।

২। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করুন জামাতের সাথে।

২। রোজা রাখুন ঈমান ও আশার সাথে।

৩। সকল প্রকার গুনাহমুক্ত থাকুন। বিশেষ করে চোখের হিফাজত করুন।

৪। কিছু সময় কুরআন তিলাওয়াত করুন, তাফসীর পড়ুন, মর্ম উপলব্ধী করুন।

৫। যতটুকু সম্ভব দান সাদাকাহ করুন।

৬। পরিবার ও অধিনস্তদের দায়িত্ব কমিয়ে দিন, যাতে তারা ইবাদাতে সময় দিতে পারে।

৭। কিছু সময় দাওয়াতী কাজ করুন। যিকির, দরূদ, ইস্তেগফার ও প্রচুর পরিমানে দোয়া করুন।

৮। দু’এক দিনের ভেতর বাজারের সব কাজ শেষ করুন, ঈদ সামগ্রিসহ। যাতে রমযানে একদিনও যেতে না হয়।

৯। ইতেকাফের নিয়্যত করুন।

১০। হালাল রুজিতেও সময় দিন।

১১। যে সব ডিভাইস, বন্ধু, পরিবেশ বা সম্পর্ক অন্তরের রুহানিয়্যাত নষ্ট করে এবং রমযানে আমল করতে বাঁধা হতে পারে, দৃড়তার সাথে সেগুলো বর্জন করুন।

কথাগুলো নতুন দ্বীনে ফেরা ও সাধারণ দ্বীনদার ভাইদের জন্য। কেউ এরচে বেশি কিছু করতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ। অনেক সময় এমন হয়; অনেক কিছু করবো বলে কিছুই করা হয় না। শেষে দেখা যায়, সব পরিকল্পনা পরিকল্পাতেই রয়ে গেছে, আদায় করা হয়নি। তাই রমযানকে সহজভাবে নিন। ছোট ছোট কাজগুলো আদায়ের চেষ্টা করুন, মাস শেষে এগুলোই বড় কিছু হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন।

[লেখা: Muhammad Afsar হাফি. থেকে নেওয়া]

রমজানের প্রস্তুতি : মুমিনের পথ ও পাথেয়

রমজান অন্য সব সাধারণ মাসের মতোই একটি মাসের নাম। কিন্তু ফজিলত, বরকত ও রহমতের কারণে এর রয়েছে অনন্য মর্যাদা। বাকি এগারো মাসের তুলনায় এ মাসটি তেমনই উজ্জ্বল ও মহিমাময়, আকাশের নক্ষত্ররাজির মাঝে সূর্য যেমন দীপ্তময়। এমন মর্যাদা ও ফজিলতের মহান মাস রমজান মাস। মাসটি সৌভাগ্য ও আখিরাতের অবর্ণনীয় অফার নিয়ে আমাদের মাঝে আগমন করবে ইনশাআল্লাহ। যে মাস হলো কুরআন অবতরণের, তাকওয়া অর্জনের ও রহমত বর্ষণের।

প্রতি বছর একবারের জন্য আসে এ মাসটি। তাই আমাদের হায়াত যেই ক'বছর, রমজানও পাই সেই ক'টা। এর মাধ্যমেই আমাদের আখিরাতের পুঁজি অর্জন করে নিতে হবে, পূর্ণ করতে হবে আমাদের পূণ্যের শূন্য ডালাগুলো। সময় স্বল্প, পুঁজির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। তাই মাসটিকে খুবই সতর্কতা ও সচেতনতার সহিত কাটানোর চেষ্টা করতে হবে। উদাসীনতাবশত এ মহান মাসটি যেন হেলায়-খেলায় কেটে না যায়, সেজন্য আমাদের কিছু কর্মসূচি তৈরি করে মাসটিকে সেভাবে কাটানো উচিত।

রমজান মাস কীভাবে কাটাব, তার জন্য বিভিন্নজনের বিভিন্ন পরিকল্পনা থাকে। কেউ পুরো রমজান নফল ইবাদতেই কাটিয়ে দেন, কেউ কুরআনের প্রতি অধিক জোর দেন, কেউ সাদাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। মোটকথা, প্রত্যেকেই তার সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন, সুন্দর একটি রমজান কাটানোর। সুন্দর একটি রমজান কাটানোর জন্য আমরা বাছাই করে কিছু আমল ও ইবাদাতের লিস্ট তৈরি করেছি। এতে আমাদের জন্য রমজানের ফজিলত ও বরকত ভালোভাবে অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১. প্রতিদিন ন্যূনতম দুই ঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত করবে। এটা এক বৈঠকে একসাথেও হতে পারে, কিংবা আলাদা আলাদা বৈঠকে ভিন্ন ভিন্ন সময়েও হতে পারে। তিলাওয়াত অবশ্যই সুন্দরভাবে তাজবিদের সহিত পড়া উচিত, তাড়াহুড়ো কাম্য নয়। আর আলিম হলে অবশ্যই অর্থ বুঝে বুঝে পড়বে। অনেকে শুধু খতমের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য মাখরাজ, তাজবিদ ইত্যাদির পরোয়া না করে খুব দ্রুত তিলাওয়াত করে। কিন্তু এটা উচিত নয়। উত্তম হলো, ধীরস্থিরভাবে অর্থ বুঝেশুনে পড়া; যদিও এতে খতমের সংখ্যা কম হোক।

২. প্রতিদিন এক ঘণ্টা আলাদাভাবে কুরআন তরজমা ও তাফসির অধ্যয়ন করবে। চাই তা বাংলা থেকে হোক কিংবা উর্দু থেকে বা আরবি থেকে। তরজমা ও তাফসির বাছাইয়ের জন্য অবশ্যই নির্ভরযোগ্য কোনো আলিমের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত। নিজে নিজে বাছাই করতে গেলে বিভ্রান্তির আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে জেনারেল ভাইদের জন্য তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন বা তাওজিহুল কুরআন তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে সহজ হবে। সময় ও আগ্রহ থাকলে তাফসিরে ইবনে কাসিরও দেখা যেতে পারে।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সহিত পড়ার ইহতিমাম করবে। তবে ফজরের জামাআতের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, সুবহে সাদিকের শেষ সময় নিয়ে বেশ মতানৈক্য আছে। সাহরির প্রচলিত শেষ সময় থেকে কমপক্ষে বিশ মিনিট পর জামাআত হলে সেটাই নিরাপদ। এর আগে হলে সেটা সুবহে কাজিব হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা কাম্য। সাহরি খাওয়া প্রচলিত শেষ সময়ের মধ্যেই শেষ করলে আর এর বিশ-পঁচিশ মিনিট পর সালাত আদায় করলে সিয়াম ও সালাত দুটিই নিরাপদ থাকে।

৪. তারাবিহর সালাত হলো সুন্নাতে মুআক্কাদা আইন। আর জামাআতে পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া। তারাবিহ নিয়মিত ত্রিশদিনই মসজিদে গিয়ে আদায় করা উচিত। তবে দু'ক্ষেত্রে মসজিদে যাওয়া ঠিক হবে না। এক : যেখানে অত্যধিক দ্রুত সালাত আদায় করা হয়। দুই : যেখানে বিনিময় নিয়ে খতম তারাবিহ পড়ানো হয়। এ দুই ক্ষেত্রে ইশার ফরজ সালাত মসজিদে পড়লেও তারাবিহ মসজিদে না পড়ে বাড়িতেই কিছু মানুষকে নিয়ে জামাআতের সহিত আদায় করবে। কাউকে না পেলে তবুও একাকি পড়াই ভালো।

৫. সম্ভব হলে রমজানে কিয়ামুল লাইল, জিকির-আজকার, তিলাওয়াত, দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করবে। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া এবং এটাকে ধীরে ধীরে এমন অভ্যাসে পরিণত করা উচিত, যাতে সারা বছরই তা নিয়মিত পড়ার তাওফিক হয়। পাশাপাশি অধিকহারে আল্লাহর নিকটে ইসতিগফার ও কান্নাকাটি করবে। যেকোনো আমলের অভ্যাস তৈরি করার জন্য রমজানই সবচেয়ে উত্তম সময়। তাই তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ভালো আমলের অভ্যাস এ মাস থেকেই তৈরি করে নেওয়া উচিত।

৬. কম ঘুমানোর চেষ্টা করবে। কারণ, এটা দুনিয়ার জীবনে মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় অফারের মাস। আমরা দুনিয়ার জীবনে সাধারণত কোনো বড় অফার পেলে তা অর্জনের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকি। শত কষ্ট হলেও সেটা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। অথচ রমজান হলো মুমিনের জীবনে আখিরাতের সবচেয়ে বড় অফারের মাস। যত বেশি ঘুম হবে অফার গ্রহণ থেকে তত বেশি বঞ্চিত হতে হবে। তাই যথাসম্ভব ঘুম কমিয়ে সময় সেভ করে যত সাওয়াব ও ফজিলত অর্জন করে নেওয়া যায়, ততই লাভ।

৭. প্রতিদিন ন্যূনতম একজনকে ইফতার খাওয়ানোর চেষ্টা করবে; সামান্য পানি বা খেজুর দিয়ে হলেও। বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এনেও খাওয়ানো যায়, প্যাকেটে বা পাত্রে করে বাসায়ও পাঠিয়ে দেওয়া যায়। অসহায়, গরিব, মুসাফির, আলিম, আত্মীয়স্বজন ও পড়শীদের মধ্য থেকে যে কাউকেই বেছে নেওয়া যেতে পারে। তবে মুত্তাকি ও দ্বীনদারদের প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর দ্বীনদার ও মুত্তাকি আলিম হলে তো আরও বেশি উত্তম। তবে সামর্থ্য একটু ভালো হলে সব শ্রেণির লোককেই খাওয়াবে।

৮. রমজানে বাড়ির মা-বোন-স্ত্রীদের রান্নার ব্যস্ততা অনেক বেশি থাকে। তাই সময় করে রান্নাঘরেও কিছু কিছু সময় ব্যয় করবে। এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সুন্নাত, যা কেবল রমজানের জন্যই নির্ধারিত নয়। তাই সারা বছরে না পারলেও রমজানে এটা নিয়ে একটু ফিকির করা যেতে পারে। সাহরির সময় ঘুম থেকে আগে আগে উঠে বাড়ির লোকদের ও পড়শীদের জাগিয়ে দেবে। এরপর নিজেও রান্নার কাজে মা-বোন-স্ত্রীদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করবে।

৯. এ মাসে সবর ও ইসারের গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করবে। অযাচিতভাবে কাউকে গালিগালাজ বা কারও সমালোচনা করবে না। হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি থেকে পুরোপুরি দূরে থাকবে। সবার প্রতি, বিশেষত নিজের অধীনস্ত চাকর-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী, সন্তান-সন্ততিসহ সব ধরনের লোকদের প্রতি সদয় হবে। রাগ হজমের চেষ্টা করবে এবং ব্যাপকভাবে ক্ষমা করে দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। আর এসব সৎ গুণ এমনভাবে অর্জন করার চেষ্টা করবে, যাতে তা সারা বছর; বরং সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

১০. সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। যারা শিরক-বিদআতে লিপ্ত ছিল, তারা সঠিক বিষয়টি জেনে এসব থেকে সারাজীবনের জন্য তাওবা করে নেবে। যারা কবিরা গুনাহে অভ্যস্ত ছিল, তারা চিরজীবনের জন্য কবিরা গুনাহ ছেড়ে দেবে। আর যারা সগিরা গুনাহে অভ্যস্ত ছিল, তারা আজীবনের জন্য সগিরা গুনাহ ছেড়ে দেবে। আর যারা সব ধরনের গুনাহ থেকে দূরে ছিল, তারা নফল-মুসতাহাব-সুন্নাত ইত্যাদি আমলের প্রতি আরও যত্নবান হবে। এভাবে সবাইকে একটি স্তরে হলেও উন্নতি করার চেষ্টা করতে হবে।

১১. রমজানের শেষ দশকে নিজ এলাকার মসজিদে ইতিকাফে বসবে। শাইখ, মুরশিদ, উসতাদ—এমন বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে ইতিকাফে বসার অজুহাতে নিজ এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও সফর করা উচিত নয়। তবে ভিন্ন কোনো কারণে কেউ তাদের সাথে আগে থেকেই অবস্থান করলে সেক্ষেত্রে তাঁদের সাথে ইতিকাফে বসতে কোনো সমস্যা নেই। নিজের এলাকার হক আগে মেটাবে, তারপর অন্য জায়গার ফিকির করবে। ইতিকাফে বসার জন্য কারও থেকে কখনো কোনো ধরনের বিনিময় গ্রহণ করবে না।

১২. রমজানে দান-সদকা বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। অন্য মাসে এক হাজার টাকা দান করার অভ্যাস থাকলে এ মাসে দুই হাজার বা ততোধিক পরিমাণ দান করার চেষ্টা করবে। তালিবুল ইলমদের খোঁজখবর নিয়ে তাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করবে। তাতব্য-তালাশ করে গরিব আলিমদের প্রতি অধিক খেয়াল রাখবে; বিশেষত যারা কারও কাছে হাত পাতে না, কারও কাছে সাহায্য চাইতে লজ্জাবোধ করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এদের পরিবারগুলোর দেখাশোনা করা অনেক বিনিময়ের কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ।

১৩. সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে কার্পণ্যতার পরিচয় দেওয়া যাবে না। আধা সা গমের হাদিসের ভিত্তিতে জনপ্রতি ৫০-৬০ টাকা ফিতরা আদায় করা ব্যাপকভাবে সবার জন্য উচিত নয়। বরং সামর্থ্য থাকলে অধিক দামি নিসাবের ফিতরা আদায় করার চেষ্টা করবে। আধা সা গম তো সর্বনিম্ন মূল্যের ফিতরা। ধনী বা সামর্থ্যবান হলে আধা সা গমের পরিবর্তে এক সা খেজুর, কিসমিস বা পনিরের দামে ফিতরা আদায় করার চেষ্টা করবে। এক সা' এর পরিমাণ বর্তমান পরিমাপে প্রায় সাড়ে তিন কেজির মতো হয়।

১৪. রমজানে জাকাতের টাকা আদায় করলে বেশি ভালো। নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকলে এ মাসেই জাকাত হিসাব করে আদায় করা যেতে পারে। বছর শেষ হওয়ার আগেও জাকাত দেওয়া যায়। তাই নিসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর এক চন্দ্র বছর অতিক্রান্ত না হলেও রমজান মাসে অগ্রীম বছরের জাকাত দিয়ে দিলে লাভ বেশি। এতে সওয়াব অনেকগুণে বেশি হয়। জাকাত ভালোভাবে বুঝেশুনে উপযুক্ত খাতে ব্যয় করা জরুরি। নিজের মনমতো যেকোনো জায়গায় চোখ বন্ধ করে জাকাত দেওয়া উচিত নয়।

১৫. অনলাইন ও গুনাহের উপকরণগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। অনলাইন মাধ্যমগুলো একান্ত দ্বীনি প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও সময় নির্দিষ্ট করে সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করবে। সবসময় এতে এক্টিভ থাকলে এবং অন্যান্য সময়ের মতোই এতে সময় ব্যয় করলে ইবাদতের মজা পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। এমনিতেও অনলাইন-মাধ্যমগুলো বর্তমানে গুনাহ ও সমালোচনার আখড়াকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অন্যান্য সময়ে তো বটেই, রমজানে এসব ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক থাকার চেষ্টা করবে।

১৬. কোনো গুনাহের অভ্যাস থাকলে এ মাসেই তা থেকে স্থায়ীভাবে তাওবা করে নেবে। আজীবনের জন্য এসব ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করবে। যেমন : মুভি-নাটক দেখা, পর্ন দেখা, গেম-খেলায় আসক্ত থাকা, অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা করা, অনলাইনের নানা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়া, কুদৃষ্টির অভ্যাস থাকা ইত্যাদি। কেননা, এ মাসে শয়তান বন্দী থাকে। তাই খুব শক্তভাবে সুদৃঢ় নিয়ত করে গুনাহ ছেড়ে লাগাতার একমাস আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলে আশা করা যায়, আল্লাহ তা থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

১৭. অন্যান্য কাজ থেকে অবসর হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দ্বীনি বইপুস্তক পড়বে। বই পড়ে ও আলিমদের বিভিন্ন হালকায় গিয়ে ইলম অর্জন করবে। সুন্নাহসম্মত দুআ-আযকার মুখস্থ করবে। বাড়ির লোকদের নিয়ে কিছু সময় দ্বীনি কথাবার্তা বলবে। কুরআন ভালো জানা থাকলে বাড়ির লোকদের কুরআন শিক্ষা দেবে। এককথায় বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে পুরোপুরি দ্বীনি পরিবেশ কায়েম করে ফেলবে। গিবত, সমালোচনা, বিদ্বেষ থেকে নিজেও দূরে থাকবে, অন্যদেরকেও এ থেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

১৮. যারা কুরআন হিফজ করতে চায়, তাদের জন্য এ মাসটি সবচেয়ে সেরা। এমনিতেই এটা কুরআর অবতীর্ণ হওয়ার মাস, তদপুরি এ মাসে শয়তান বন্দী থাকে, গুনাহের পরিমাণ অনেক কমে আসে। এ মাসে মেধা ও চিন্তাচেতনাও থাকে ঝকঝকে ও পরিচ্ছন্ন, পাশাপাশি আল্লাহর রহমত ও বরকতের বারিধারা তো আছেই। তাই প্রতিদিন কিছু কিছু করে কুরআন হিফজ করলে এক সময় পুরো কুরআনই হিফজ হয়ে যাবে। এ কাজে কোনো সঙ্গী পেলে আরও বেশি ভালো। সেক্ষেত্রে হিফজটা আরও শক্তিশালী হবে।

১৯. শবে কদর পাওয়ার উদ্দেশ্য রমজানের শেষ দশকের প্রতিটি রাতই পুরোপুরি গুরুত্ব দিয়ে ইবাদত করবে। বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলোতে। শুধু সাতাশ তারিখের অপেক্ষায় থেকে অন্যান্য রাতে গাফলতি করবে না। কেননা, শবে কদর শেষ দশদিনের যেকোনো রাতেই হতে পারে। যে রাত হাজার মাসের চাইতেও দামী, এমন মহান রাত পাওয়ার জন্য একমাস জাগতে হলে সেটাও তো কম হয়ে যায়। তাই এর জন্য দশ রাত জাগাকে কঠিন না ভেবে এসব রাতে ইবাদতের পূর্ণ স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করবে।

২০. রমজান শেষে বেশিরভাগ মানুষই ইদের কেনাকাটার জন্য মার্কেটে যায়। সেসময় দুটি জিনিসের বড় অভার পরিলক্ষিত হয়। এক : দৃষ্টির হিফাজত। দুই : ব্যাপক অপচয়। নারীদের ভীড়ে খুব কম মানুষই দৃষ্টির হিফাজত করতে পারে। আর অপচয়, সে তো এখন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেকজনের জন্য তিন-চার-পাঁচ সেট করে জামা কেনা হয়। অথচ পাশের বাড়ির গরিব পরিবারটি ইদের দিন ভালো খাবার পর্যন্ত খেতে পারে না। রমজানের মতো পবিত্র মাসে আমাদের এসব ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার।

আমরা আমাদের জানামতে ভালো কাজের কিছু লিস্ট ও দিকনির্দেশনা তৈরি করেছি। এগুলো কেবল রমজানকে ভালোভাবে কাটানোর একটি পদ্ধতি মাত্র। কেউ চাইলে এতে আরও অনেক কিছু কমবেশও করে নিতে পারে। মোটকথা, রমজানটা সবার ভালো কাটুক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সুন্দর একটি রমজান কাটানো সত্যিই বড় সৌভাগ্যের বিষয়! আল্লাহ তাআলা আমাদের রমজান মাসের আজমত ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে আখিরাতের চিরস্থায়ী অ্যাকাউন্ট ভারী ও সমৃদ্ধ করার তাওফিক দান করুন।

[লেখা: মাওলানা Tarekuzzaman হাফি. থেকে নেওয়া]

রমজানের প্রস্তুতি

১: আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের মানসিকতা গড়ে তুলব। ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার অভ্যেস গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবো। বেশি বেশি দোয়া করব। দোয়ায় যথাসম্ভব কাকুতি-মিনতি করব। দোয়ায় বলব: ইয়া রব! দয়া করে, মায়া করে, আমাকে ইবাদত করার তাওফিক দান করুন। আপনর আনুগত্যের পথে যাবতীয় বাধা-প্রতিবন্ধকতা যেন দূর করে দিন। আমিন।

২: নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিবো, বারবার সংকল্প করব: শাবান ও রমজানে সম্ভাব্য একটা নেকআমলও বাদ দিবো না, ইন শা আল্লাহ। শাবান ও রমজানের যাবতীয় কল্যাণ অর্জনে সচেষ্ট থাকব, ইন শা আল্লাহ।

৩: এখন থেকে আমার রুটিন হবে এমন: তাওবা, ইস্তেগফার, সিয়াম, কেয়াম (তারাবি-তাহাজ্জুদ), কুরআন তিলাওয়াত, দানসদকা, বেশি বেশি নেকনিয়ত, ২৪ ঘণ্টার যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব, মাসনুন আমল ইন শা আল্লাহ।

৪: ছোটবড় সব ধরণের গুনাহ এড়িয়ে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখব। মন্দ অভ্যেসগুলো খুঁজে চিহ্নিত করে দূরীকরণে মরিয়া হয়ে উঠব ইনশা আল্লাহ।

৫: মসজিদ ও জামাতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে অনীহাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিবো না। কোনো অবস্থাতেই সলাতকে সঠিক সময়ের পরে যেতে দিবো না। সলাত আদায়ে অত্যন্ত তৎপর হবো ইন শা আল্লাহ।

৬: বিভিন্ন ক্ষেত্রের মাসনুন আমলগুলো খুঁজে খুঁজে পালন করব। খাবারের, হাম্মাম-বাথরুমের, মসজিদের, বাজারের, গৃহে প্রবেশ ও বের হওয়ার, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরের, সকাল-সন্ধ্যার, ঘুমের আগে ও পরের ইন শা আল্লাহ।

৭: অবশ্যই অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করব। বুঝে বুঝে একখতম কুরআন তিলাওয়াত করবো। না বুঝলেও যত বেশি সম্ভব তিলাওয়াত করব। না বুঝলে বেশি বেশি তিলাওয়াত করার পাশাপাশি প্রতিদিন অন্তত একটা আয়াত হলেও বোঝার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।

৮: প্রতিদিন অন্তত একটি আয়াত হলেও হিফজ করার জানতোড় মেহনত করব। হিফজ করার আয়াতগুলো সুন্নতে-নফলে-তাহাজ্জুদে পড়ব ইন শা আল্লাহ।

৯: তাজকিয়া নাফস বা আত্মিক পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে আমার মেহনত হবে দুইভাবে:
ক: তাহাল্লি (التحلي) সজ্জিতকরণ। খুঁজে দেখব, আমার মধ্যে কোন কোন গুণের অভাব আছে। আমি কোন কোন ইবাদত করি না। সেগুলো নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।
খ: তাখাল্লি (التخلي) বিসর্জন। আমার মধ্যে যেসব বদখাসলত আছে, কু-প্রবৃত্তি আছে, সেগুলোকে শেকড়বাকড়সহ উপড়ে ফেলে দিবো। নিজেকে সব ধরণের 'কু' থেকে অবমুক্ত করার জন্য রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠবো ইন শা আল্লাহ।

১০: রমজান বিষয়ক আয়াতে কারিমা ও হাদিস শরিফ পড়ব। সালাফ রমজান কিভাবে কাটাতেন, সেটা জানার চেষ্টা করব। নিয়মিত ফাজায়েলে রমজান পড়ব ইন শা আল্লাহ।
১১: ভালো একটা মসজিদ বেছে নিয়ে, সব ধরণের বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করে হলেও ত্রিশদিন তারাবিতে অংশ নিয়ে, নামাজে একটা খতম শুনব ইন শা আল্লাহ।

১২: কুরআনের দোয়াগুলো মুখস্থ করে ফেলব। সম্ভব হলে অর্থসহ। নিয়মিত মুনাজাতে পড়ব। সুন্নত-নফলের সিজদা ও শেষবৈঠকে দোয়াগুলো পড়ব ইন শা আল্লাহ।

১৩: দোয়া ও জিকির মুখে মুখে রাখব। হাতে কাজ করব, মুখে জিকির জারি রাখব। উঠতে বসতে, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে জিকির করব। দুরূদ শরিফ পড়ব। ইস্তেগফার করব। কুরআনি দোয়াগুলো পড়ব। বিশেষ করে নতুন হিফজ করা আয়াতগুলো বারবার পড়তে থাকব ইন শা আল্লাহ।

১৪: নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, পাড়া-প্রতিবেশি-বন্ধুবান্ধবের জন্য আলাদা আলাদা আমলি রুটিন বানানোর চেষ্টা করব। এতে করে আমার চারপাশে আমলের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আমল করা সহজ হয়ে যাবে। একে অপরকে আমলের তাগিদ দিবো। একে অপরের কাছ থেকে আমলের হিসেব নিবো। সম্ভব হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখব ইন শা আল্লাহ।

১৫: সম্ভব হলে পুরো কুরআনের আরবি আয়াত তিলাওয়াতের পাশাপাশি তরজমা পাঠেরও একটা খতম দেয়ার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।

১৬: গুনাহের সম্ভাবনাময় ব্যক্তি-বস্তু-স্থানকে শতভাগ বয়কট করার চেষ্টা করব। গুনাহের সব পথ বন্ধ করার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা গ্রহণে সুতা পরিমাণ ফাঁক-ফাটল রাখব না। বিশেষ করে নজরের হেফাজত করার ব্যাপারে কোনো আপস করা চলবে না ইন শা আল্লাহ।

১৭: সবসময় মনে রাখব, আমার নিজের কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তাআলার তাওফিক ছাড়া আমার একার পক্ষে গুনাহ থেকে বাঁচা, নেককাজ করা মোটেও সম্ভব নয়। তাই নিয়মিত আল্লাহর তাওফিক কামনা করব। নিয়মিত পড়ব: “লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।”

১৮: আমি নিজেকে যতবেশি ছোট করে, ক্ষুদ্র-তুচ্ছ-নগন্য মনে করে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারব, রাব্বে কারিম আমার প্রতি অনুগ্রহ করার নিশ্চয়তা ততবেশি বাড়বে।

১৯: পুরো রমজানে আমার নামাজের গুণগত মান ও পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করব। আগের তুলনায় রমজানে আমার নামাজ যেন আরো বেশি খুশুখুজু, বিনয়-নম্রতাপূর্ণ হয় ইন শা আল্লাহ।

২০: ইয়া আল্লাহ! আমাদের কাছে রমজান পৌঁছে দিন। রমজানে আপনার পছন্দনীয় আমল করার তাওফিক দান করুন। রমজানে আপনার অপছন্দনীয় কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। উপরের আমলগুলো যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আরো যা যা দরকার সেগুলোও পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

[লেখা Atik Ullah হুজুরের থেকে নেওয়া]

- রমজানের আমল শর্ট লিস্ট

১. রোজা

২. তারাবীহ

৩. দান করা

৪. অধিক পরিমানে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত

৫. নফল ইবাদাত

৬. দুআ করা

৭. মাগফিরাত কামনা করা

৮. ইতিকাফ

৯. শবে কদর তালাশ।

আল্লাহ আমাদের রমজান মাসের যথাযথ হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। রমজান মাসকে আমাদের গোনাহ মাফের মাস করুন। আল্লাহ আমাদের প্রিয় জান্নাতিদের মাঝে দাখিল করুন, আমিন ইয়া রাব্বাল আ'লামীন!